337640 - মৈত্রী ও শত্রুতার তাৎপর্য ও গুরুত্ব

প্রশ্ন

এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা বলেন যে, "মৈত্রী ও শত্রুতা" এই কথাটি খারেজিদের থেকে এসেছে। এটি আকিদার ক্ষেত্রে সামগ্রিক অর্থবহ নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মৈত্রী ও শত্রুতা তাওহীদের অন্যতম একটি মূলনীতি:

মৈত্রী ও শত্রুতা তাওহীদের অন্যতম একটি মূলনীতি; যার শব্দ ও মর্ম দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ্তাআলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের মিত্র। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে মৈত্রী করবে সে তাদেরই দলভুক্ত। আল্লাহ্কখনো জালেমদেরকে হেদায়েত করেন না। এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আপনি তাদেরকে ওদের মাঝে ছুটে যেতে দেখবেন। তারা বলে, 'আমাদের ভয় হয়, না জানি আমাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে'। তবে শীঘ্রই আল্লাহ্বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন; তখন তারা তাদের মনে যা লুকিয়ে রাখত সেজন্য অনুতপ্ত হবে। আর ঈমানদাররা বলবে, 'এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্র নামে জোরালো শপথ করে বলেছিল যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে?' তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে; যার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের স্থলে আল্লাহ্এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি নরম আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে এবং তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হবে না। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ্বড় দানশীল, মহাজ্ঞানী। বস্তুত তোমাদের মিত্র হল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল আর ঈমানদারগণ; যারা বিনয়াবনত হয়ে নামায সুসম্পন্ন করে ও যাকাত দেয়। আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে (তারাই আল্লাহ্র দল), আল্লাহ্র দলই বিজয়ী।"[সূরা মায়িদা, ৫: ৫১-৫৬]

আল্লাহ্তাআলা আরও বলেন: "(স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম তার পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এর ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক।) নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সুপথে পরিচালিত করবেন।"[সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: ২৬-২৭]

আল্লাহ্তাআলা আরও বলনে: “তোমাদরে জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদরে মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়ছে। তারা তাদরে সম্প্রদায়কে বলছেলি, ‘তোমাদরে সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরবির্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদরে কোন সম্পর্ক নইে। আমরা তোমাদরেকে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদরে ও তোমাদরে মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি হল; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন।’[সূরা আল-মম্তাহনিাহ, ৬০:৪]

এগুলো ছাড়াও ঈমানদারদরে সাথে মত্রিতা রাখা ওয়াজবি হওয়া এবং কাফরেদরে সাথে মত্রৈী করা হারাম হওয়া এবং তাদরে সাথে ও তারা যা কছিুর উপাসনা করে সগেুলো থকেে সম্পর্কচ্ছদে করার পক্ষে আরও আয়াত রয়ছে।

ইমাম আহমাদ (২২১৩২) মুয়ায (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে জজ্ঞিসে করলে তনিি বলনে: “সর্বোত্তম ঈমান হচ্ছ— আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা, আল্লাহ্র কারণে অপছন্দ করা এবং তোমার জহ্বিাকে আল্লাহ্র যকিরিে ব্যস্ত রাখা।’[শুয়াইব আল-আরনাউত বলনে: হাদসিটি সহহি লি-গাইরহি]

তাবারানী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “ঈমানরে সর্বাধকি মজবুত রজ্জু হচ্ছ— আল্লাহ্র জন্য মত্রৈী এবং আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা; আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা।’[আলবানী ‘সহহিুল জামে’ গ্রন্থে (২৫৩৯) হাদসিটকিে ‘সহহি’ বলছেনে]

মত্রৈী ও শত্রুতার তাৎপর্য:

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: “ফযলিাতুশ শাইখ! দয়া করে মত্রৈী ও শত্রুতার বষিয়টা পরস্কিার করবনে কী? কাদরে সাথে মত্রৈী করতে হবে? কাফরেদরে সাথে মত্রৈী করা কি জায়যে আছে?

তনিি জবিাবে বলনে:

মত্রৈী ও শত্রুতা দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে মুমনিদরেকে ভালোবাসা, তাদরে সাথে মত্রিতা রাখা এবং কাফরেদরেকে ঘৃণা করা, তাদরে সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদরে থকেে ও তাদরে ধর্ম থকেে নজিরে সম্পর্কচ্ছদে করা। এটাই হচ্ছে মত্রৈী ও শত্রুতা। যমেনটি আল্লাহ্তাআলা সূরা আল-মুমতাহনিাহতে বলছেনে: “তোমাদরে জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদরে মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়ছে। তারা তাদরে সম্প্রদায়কে বলছেলি, ‘তোমাদরে সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরবির্তে যার পূঁজা কর তার সাথে আমাদরে কোন সম্পর্ক নইে। আমরা তোমাদরেকে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদরে ও তোমাদরে মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি হল; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন।’[সূরা আল-মম্তাহনিাহ, ৬০: ৪]

কাফরেদরেকে ঘৃণা করা ও তাদরে সাথে শত্রুতা পোষণ করার অর্থ এ নয় য, আপনি তাদরে উপর যুলুম করবনে কংিবা তাদরে

উপর সীমালঙ্ঘন করবনে; যদি না তারা হারবী (যুদ্ধরত শ্রণেীর) না হয়। বরং এর মর্ম হচ্ছে আপনি মনে মনে তাদরেকে ঘৃণা করবনে, মনে মনে তাদরে প্রতি বদ্বিষে পোষণ করবনে এবং তারা আপনার বন্ধু হবে না। কন্তিু আপনি তাদরেকে কষ্ট দবিনে না, তাদরে ক্ষতি করবনে না, তাদরে উপর যুলুম করবনে না। যদি তারা সালাম দয়ে সালামরে উত্তর দবিনে। তাদরেকে উপদশে দবিনে। ভাল কাজরে দকি নর্দিশেনা দবিনে। যমেনটি আল্লাহ্তাআলা বলছেনে: "কতিাবধারীদরে সাথে কবেল উত্তম পন্থায় বতির্ক করব; তবে তাদরে মধ্যে যারা জালমে তাদরে সাথে নয়।"[সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৬]

কতিাবধারী হচ্ছে— ইহুদী ও খ্রস্টিানরা। অনুরূপ বধিান প্রযোজ্য অন্যান্য কাফরেদরে ক্ষত্রেওে— যাদরেকে নরিাপত্তা দয়ো হয়ছে কংিবা অঙ্গীকার দয়ো হয়ছে কংিবা জম্মিা দয়ো হয়ছে। তবে তাদরে মধ্যে যারা জুলুম করছে তাদরেকে তাদরে জুলুম অনুপাতে শাস্তি দয়ো যাব। অন্যথায় মুমনিদরে জন্য শরয়ি বধিান হলো পূর্বোক্ত আয়াতে কারীমার ভত্তিতিে মুসলমি ও কাফরেদরে সাথে উত্তম পন্থায় বতির্ক করা...।[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (৫/২৪৬) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: মত্রৈী ও শত্রুতা কী?

জবাব: আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা ও মত্রৈী হচ্ছে আল্লাহ্তাআলা যা কছিু থকেে সম্পর্কচ্ছদেরে ঘোষণা করছেনে সগেুলো থকেে ব্যক্তি নজিরে সম্পর্কচ্ছদে করা; যমেনটি আল্লাহ্তাআলা বলছেনে: "তোমাদরে জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদরে মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়ছে। তারা তাদরে সম্প্রদায়কে বলছেলি, 'তোমাদরে সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরবির্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদরে কোন সম্পর্ক নইে। আমরা তোমাদরেকে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদরে ও তোমাদরে মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি হল।"[সূরা আল-মম্তাহনিাহ, ৬০:৪] এই বধিান মুশরকিদরে ক্ষত্রেে প্রযোজ্য যমেনটি আল্লাহ্তাআলা বলছেনে: "আর মহান হজ্জরে দনিে আল্লাহ্ও তাঁর রাসূলরে পক্ষ থকেে মানুষরে প্রতি একটি ঘোষণা এই য, আল্লাহ্মুশরকিদরে ব্যাপারে সবরকমরে দায় থকেে মুক্ত এবং তার রাসূলও।"[সূরা তাওবা, ৯: ৩] তাই প্রত্যকে মুমনিরে উপর ওয়াজবি হল প্রত্যকে মুশরকি ও কাফরে থকেে নজিকেে অবমুক্ত রাখা। এ বধিান ব্যক্তদিরে ক্ষত্রেে।

অনুরূপভাবে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি হল এমন প্রত্যকে কর্ম থকেে নজিকেে মুক্ত ঘোষণা করা য কর্মরে প্রতি আল্লাহ্ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন; এমনকি যদি সটো কুফর না হয়ে পাপাচার ও অবাধ্যতা হয় তবুও। যমেনটি আল্লাহ্তাআলা বলছেনে: "কন্তিু আল্লাহ্ঈমানকে তোমাদরে নকিট পছন্দনীয় করছেনে, তোমাদরে অন্তরে শোভনীয় করছেনে এবং কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদরে নকিট অপছন্দনীয় করছেনে। এরাই হদোয়তেপ্রাপ্ত।"[সূরা হুজুরাত, ৪৯: ৭][ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা-১৮৩) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ সালহে আল-ফাওযান (হাফঃি) 'নাওয়াকযিুল ঈমান' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৫৮) বলনে: শাইখ (রহঃ) কাফরেরে সাথে মত্রিতার একটি প্রকার উল্লখে করছেনে। সটেি হচ্ছে— যুদ্ধে সহযোগতিা। যদওি মত্রৈী অন্তররে ভালোবাসা, মুসলমানদরে বরিুদ্ধে তাদরে সাহায্য করা, তাদরে স্তুতি ও প্রশংসা করা ইত্যাদকিওে অন্তর্ভুক্ত কর। কনেনা আল্লাহ্তাআলা কাফরেদরে সাথে

শত্রুতা পোষণ করা, ঘৃণা করা ও তাদের সাথে সম্পর্কছিন্ন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব করেছেন। ইসলামে এ অধ্যায়কে বলা হয়: মৈত্রী ও শত্রুতা।[সমাপ্ত]

মিত্রতা ও শত্রুতা পরিভাষাটির সাথে খারেজিদের সম্পর্ক:

'মৈত্রী ও শত্রুতা' এ কথার সাথে খারেজিদের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে মর্মে আমাদের জানা নেই। তবে বর্তমান যামানায় তাকফির (কাফের বলা)-এর ক্ষেত্রে যারা বাড়াবাড়ি করছে হতে পারে তাদের সাথে এ বিষয়টির সম্পৃক্ততা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এ মাসয়ালাটি ও এর অধিভুক্ত বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে তাদের ত্রুটি; নিছক শিরোনামটি নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।